চেয়ারম্যানের কান্ড দেখুন!!!

কণ্ঠস্বরটি শুনেই বললাম-অনিন্দন!
প্রথম যেদিন কথা বলেছি সেদিন তার কণ্ঠস্বর ছিল বিষন্ন - শংকিত। প্রাতিষ্ঠানিক অনৈতিকতার প্রভাবের স্রোতে উল্টো সাঁতারে পোঁছেছে অভিষ্টে - তার উৎফুল্ল কণ্ঠস্বরে ভেসে উঠে তার মানসিক শক্তির প্রতিভাস। তাঁকে অভিনন্দিত করতেই হয়!

কথা বলছি মিসেস মজুমদারের। গত পহেলা জানুয়ারী ২০০৫-এ জেদ্দা গভর্ণর অফিসের ADR Section এ 'আবদুর রউফ V. মিসেস মজুমদার' Dispute এর রায় এসেছে মিসেস মজুমদারের পক্ষে।

আবদুর রউফ ঃ চেয়ারম্যান, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, জেদ্দা। দীর্ঘদিন ধরে জেদ্দা প্রবাসী। পদস্থ চাকুরীওয়ালা। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল। সামাজিকভাবেও প্রভাবশালী। স্খলিত চারিত্রিক বৈশিষ্টের জন্যে এখানে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত, সমালোচিত এবং তীব্রভাবে নিন্দিতও বটে।

মিসেস মজুমদারঃ ভাইস-প্রিন্সিপাল এর নিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন গত বছরের জুলাই / আগস্টে। তবে তা ছিলো অবশ্যই যোগ্যতার ভিত্তিতে। মিসেস মজুমদারের নিয়োগপত্র মিঃ রউফ ব্যক্তিগতভাবে ঢাকাতেই হস্তান্তর করেছেন। এবং সঙ্গে চাকুরীর চুক্তিপত্রও।

এবার আসা যাক প্রেক্ষাপটেঃ
মিসেস মজুমদার স্কুলে যোগদান করলেও তাকে তার অফিস দেওয়া হচ্ছিল না। উপরন্তু তাকে বিভিন্ন ক্লাশে পাঠানো হচ্ছিল। এভাবে প্রিন্সিপাল মহোদয়ও তাকে সহযোগিতা করছিলেন না। বরং নানাভাবে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হচ্ছিল। অবশেষে তাকে যেতে হলো মিঃ রউফ এর কাছে। তিনি আশ্বস্থ করলেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আরো কিছুদিন চলে গেলো এভাবেই। মিসেস মজুমদার ফের গেলেন চেয়ারম্যানের নিকট। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে ফিরিয়ে দিলেন মিসেস মজুমদারকে। উল্লেখ্য মিসেস মজুমদার এখানে এসেছেন একাকী। পরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে আসার ভিসা দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন স্বদেশেই। কিন্তু অনেকদিন হলো মিঃ রউফ তার কথা রাখেননি।

পাঠক এবার চলুন মরুভূমির এক জমকালো সন্ধ্যার কথা বর্ণনা করি। সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই মিঃ রউফ হাজির হলেন মিসেস মজুমদারের বাসায়। বিব্রত মিসেস মজুমদার। অনেকভাবে বোঝালেন মিঃ রউফকে। এভাবে যে সেখানে যাওয়া ঠিক হয়নি। সত্ত্বর সে স্থান ত্যাগ করার জন্যে মিসেস মজুমদার তাকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। মিঃ রউফএর মাথায় তখন বিভৎসতার ফন্দি-নিজে দিগম্বর হয়ে আহ্বান করলেন মিসেস মজুমদারকে প্রমোদে। অবশেষে প্রচন্ড মানসিক দ্বন্ধে হেরে গিয়ে মিঃ রউফ অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন। এবং শুরু করলেন নতুন করে দাবার গুটি চালতে।

মিসেস মজুমদারকে নানানভাবে বিরক্ত করতে শুরু করলেন মিঃ রউফ। বাসায় বারবার বিকৃতির নখর আচর। এতসব কিছুর পরও যখন তিনি মিসেস মজুমদারকে বাগে আনতে না পেরে শারিরিক অযোগ্যতা এবং চারিত্রিক স্খলনের কুৎসা ছড়িয়ে মিসেস মজুমদারকে বরখাস্ত করেন তার কাজ হতে। অপমানিতা, ক্ষুব্দ মিসেস মজুমদার বিষয়টি জানালেন ঢাকায় বসবাসরত তার

স্বামীকে। স্বামী দ্রুত ছুটে এলেন। তাকে সাহস যোগালেন। আইনী লড়াই শুরু করলেন। আইনের আশ্রয়ে বিজয় খুঁজে পেলেন। অন্যদিকে মিঃ রউফ চেয়াম্যান সাহেব প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ নিয়োগ করেও এই কেইসে হেরে গেলেন। হেরে গিয়ে তিনি এখন ভূমিকা নিয়েছেন সন্ত্রাসী তৎপরতায়।

সউদী কোর্ট মিঃ রউফকে ‘কম্পেশেসন’ এর নির্দেশ দিয়েছেন।

এবার আসা যাক **বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জেদ্দার** ভূমিকা কি ছিলো এ বিষয়েঃ বিশেষভাবে আলোচিত হলেও বাংলাদেশ কনস্যুলেট মিসেস মজুমদারকে অসহায়তা করেছেন- বিভিন্ন জটিলতা দেখিয়ে। মিসেস মজুমদারের সমস্যা সমাধানের বদলে উপরন্তু মিসেস মজুমদারকে উপদেশ দিয়েছেন এই সব আইনী ঝামেলায় না জড়ায়ে গোপনে সব মিটমাট করে ফেলতে। যাতে কেউ না জানে। বিদেশে প্রবাসীদেরকে তারা এভাবে পরামর্শ দিয়েই নিজেরা কেটে পড়েন।

শক্তিহীন, অর্থহীন, সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশেও শুধুমাত্র মানসিক শক্তি এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার জন্য মিসেস মজুমদার যথার্থ আদালতে পৌঁছতে পেরেছেন এবং ন্যায্যতাও পেয়েছেন।
এ থেকে আঃ রউফ এর মতো মানসিক অসুস্থ্যরা শিক্ষা পেতে পারেন। কেননা পঁচা শামুকে যে পা কাটে- মিসেস মজুমদারই কি তার যথার্থ উদাহরণ নয়?

শিউলী রহমান
বালাদ
জেদ্দা

E-mail: shewli_rahman@yahoo.com